প্রতিরোধ
সিরিজ ১, ২

প্রতিরোধ

ডিজিটাল হয়রানিতে করণীয়

Published by:
Justicia Feminist Network

Script Writer:
Dr. Masrur Salekin
Additional District and Sessions Judge
Bangladesh Judicial Service

Comic Illustration:
Chandrika Nurani Irabotee

© Justicia Feminist Network
This publication may be abstracted, used, reviewed, or translated, provided that proper acknowledgement is given to Justicia Feminist Network. It may not be used for any commercial purposes.

For inquiries, please contact:
justiciafeministnetwork@gmail.com

তমা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্রী । তমা বেশ কিছুদিন যাবত ক্লাসে যাচ্ছে না এবং বাসায় কারো সাথে কথা বলে না। তমার এই অবস্থা দেখে তার মা শিল্পী বেগম বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। একদিন সে তার মেয়ের বান্ধবী তিতির'কে ফোন করেন।

পারভেজ, তোর আর তুষির সাথে কি তমা'র ঝগড়া হয়েছে?
না তো, আমার কল রিসিভ করছে না ৫/৬ দিন। তুষির ফোনও ধরছে না।
আচ্ছা, আজ আন্টি কল করেছিলেন। তমা'র কোন একটা প্রবলেম হয়েছে। আজ বিকেলে চল, তমার বাসায় যাই।
আচ্ছা চল যাই। সাথে তমা'র পছন্দের ফুল নিয়ে যাবো, তাহলে ওর ভালো লাগবে।
আচ্ছা, চমৎকার আইডিয়া।

বাবা-মা, তোমরা এসেছো! খুব ভালো করেছো। যাও, তমার রুমে গিয়ে বসো। আমি হাল্কা নাস্তা নিয়ে আসছি।
নক-নক
এই তোরা আসছিস, অনেক খুশি হয়েছি। তুষি, আমার পছন্দের ফুল নিয়ে আসছিস তাই তোকে অনেক ভালবাসা।
তোর কি হয়েছে? আমাদের উপর রাগ?
না, এমনি।
প্লিজ, কাঁদিস না। আমাদেরকে বল।

পারভেজ, তুই সামনের রুমে গিয়ে খেলা দেখ। একটু পর তোকে ডাক দিচ্ছি।
আমি কি করবো বুঝতে পারছি না। আমাদের ডিপার্টমেন্টের রহমান স্যার খুব ঝামেলা করছে।
তাই! আমরা তো এই স্যারকে ভালো জানতাম।
প্রায় চার মাস আগে, আমাকে স্যার বলেন ক্লাসের পরে দেখা করতে। আমি তার রুমে যাই। তখন সে আমার ফোন নং নেয়। তার ফোন নং আমাকে সেভ করতে বলে। আমি এটা স্বাভাবিকভাবেই নেই।
এর সপ্তাহখানেক পরে আবার রুমে যেতে বলে। আমি গেলে, আমাকে বলে আমাকে তার ভালো লাগে। আমার সাথে ছবি তুলতে চায়। আমি বাধ্য হয়ে ছবি তুলি। সে আচমকা আমার হাত ধরে, এবং আমাকে জড়িয়ে ধরতে চায়। আরেকটি মোবাইলেও লুকিয়ে সে ভিডিও করেছে...
তারপর?

পরে সে আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। আমার কাছে ক্ষমা চায়। আবার গত মাস থেকে সে আমার সাথে দেখা করতে চায়, আর বলে নাহলে আমার ক্ষতি করবে। আবার বলে, তার কোর্সে আমাকে ফেইল করিয়ে দিবে। আমি তার রুমে গেলে সে যৌন নিপীড়নের চেষ্টা করে। আমি দৌড়ে বের হয়ে যাই।
এরপর থেকে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই নি। স্যার আমাকে এরপর থেকে নানা বাজে মেসেজ দিচ্ছে। বলছে, তার অনেক বড় বড় লোক পকেটের মধ্যে আছে। আমি কিছু বললে আমাকে শেষ করে দিবে। প্রতিদিন বলে তার সাথে দেখা করতে। এই তোরা মেসেজ দেখ।

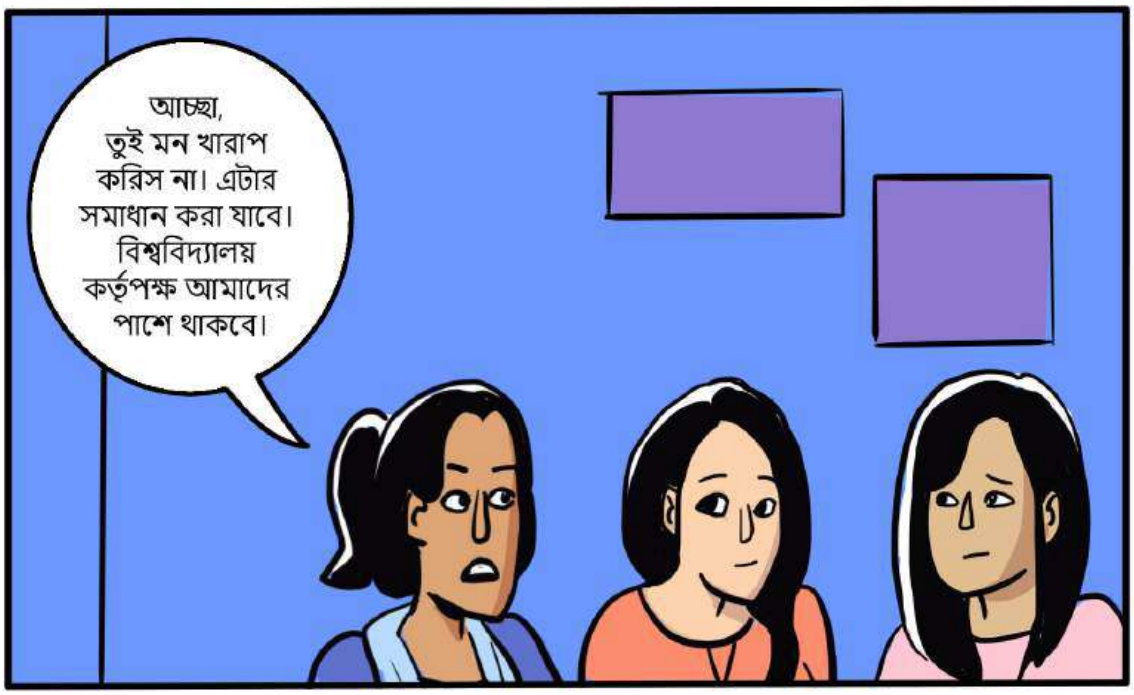
আচ্ছা, তুই মন খারাপ করিস না। এটার সমাধান করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের পাশে থাকবে।

ইয়েস, ১৪ মে ২০০৯ মহামান্য হাইকোর্ট (BNWLA Vs. Bangladesh) মামলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধসহ নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ এবং নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় একটি যুগান্তকারী রায় প্রদান করে।
উক্ত রায় অনুসারে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত অভিযোগ কমিটি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে থাকা বাধ্যতামূলক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও Sexual Harrassment Prevention Committee রয়েছে। ঐ কমিটির চেয়ারম্যান তাসলিমা ম্যাডাম রয়েছেন।
সত্যি?
...হ্যাঁ, এছাড়া আরো চারজন সদস্য রয়েছে। নির্দেশনা অনুসারে অপরাধ প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত কমিটির পক্ষ থেকে অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তের পরিচয় গোপন রাখবে। এছাড়া, অভিযোগকারীর সার্বিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করবে।
আরো ভালো দিক হচ্ছে, এই কমিটির পাঁচ সদস্যের মাঝে দুইজন সদস্য বাহিরের অফিস থেকে নিতে হবে, যারা কিনা যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম করে থাকেন।

এক কাজ করি, একটা কাগজে আমি পুরো ঘটনা অভিযোগ হিসেবে লিখে দিচ্ছি। তমা , তুই সাক্ষর করে দিস।
এখন কি আসতে পারবো?
হ্যা, চলে আয়। কাল সকালে আমাদের অনেক কাজ। তুই আমাদের সাথে থাকবি। কিন্তু এখন তোকে কিছু বলছি না।

পরদিন সকালে ৪ জন তাসলিমা ম্যাডামের কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করে এবং এক কপি অতিরিক্ত ফটোকপি করে নিয়ে যায়।
তোমরা অভিযোগ জানিয়েছো তাই তোমাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের শিক্ষকদের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন।
ম্যাডাম অনুগ্রহ করে ফটোকপিতে একটা সাক্ষর দিয়ে দেন, তাহলে আমাদের কাছে প্রমাণ থাকবে যে, অভিযোগটি আপনার দপ্তরে রিসিভ হয়েছে।
আচ্ছা বাবা। তুমি ঠিক কাজ করেছো। কারণ আমি যদি না থাকি এখানে, তখন এ প্রশ্নও আসতে পারে যে, তোমরা অভিযোগ দাখিল করো নাই। অথবা, তোমরা যদি লিগ্যাল স্টেপ নাও তখনো এই ডকুমেন্ট তোমাদেরকে সহায়তা করবেন।
ম্যাডাম, আপনাদের কমিটির অন্য সদস্যদের কে কি আমাদের কপি দিতে হবে?

না, আমি আজ দুপুরের আমাদের পাঁচ সদস্যের কমিটির মিটিং কল করছি। তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো।
ম্যাডাম, আমার কি কোন সমস্যা হবে?
না, কোন সমস্যা হবে না। তুমি আজ থেকে ক্লাস করবে। আমি আজকেই তদন্ত কমিটি গঠন করে দিচ্ছি। আমাদের রেজিস্ট্রার মহোদয়কে জানাচ্ছি।
ম্যাডাম, আপনাদের কমিটি কি ধরণের কাজ করবে?
আমাদের কমিটি হতে তদন্ত করে ভিসি অফিসে জমা দেওয়া হবে। সেই অনুসারে রহমান স্যারের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি একশন নেওয়া হবে। অপরাধ প্রমাণিত হলে, সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে পারবে না, তাকে বরখাস্ত করা হবে।
আচ্ছা ম্যাডাম। আপনাকে ধন্যবাদ। তবে ম্যাডাম, এই কমিটির বিষয়ে কিন্তু আমাদের জানা ছিলো না। আমার মনে হয় অনেক শিক্ষার্থীই জানেন না।

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের রায়ে কিন্তু বলা ছিলো যে, Sexual Harrassment Prevention Committee এই কমিটির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিটি ক্লাসে প্রচারণা চালানোর নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে।
হ্যা, পাশাপাশি লিফলেট করে সবাইকে বিলি করার ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে।
হ্যা, এগুলো আমাদের পক্ষ থেকে করা হয় নি। আমি দুঃখিত। আসলে আমাদের শিক্ষকদের পক্ষে ক্লাস নেওয়ার পরে সকল কিছু করা সম্ভব হয় না। তাই আমরা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ দুজন অফিসার নিয়োগ দিবো, বর্তমানে নিয়োগ প্রক্রিয় চলমান রয়েছে। তোমরা আশাহত হবে না।
রহমান স্যার যা করেছে তা যদি অপরাধ হয়, তাহলে কি তার বিরূদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নেওয়া যাবে?
হ্যা, যদি রহমান সাহেব যা করেছে, তা যদি বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে তোমরা তার বিরূদ্ধে আইনী পদক্ষেপও নিতে পারবে। যেমনঃ যৌন পীড়ন এর জন্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারা ১০ অনুসারে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করতে পারবে।
ম্যাডাম, আইনজীবী কি বিনা খরচে বা স্বল্প খরচে পাওয়া সম্ভব?

হ্যা, জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার অধীনে প্রতিটি জেলায় একজন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার আছেন। জেলা লিগ্যাল এইড অফিসাররা পেশায় বিচারক হয়ে থাকেন। লিগ্যাল এইড অফিসে গিয়ে জানালে, মামলা দায়ের থেকে শুরু করে সকল বিষয়ে সহযোগিতার জন্যে ঐ অফিস থেকে আইনজীবী নিয়োগ দিয়ে থাকেন। মামলা পরিচালনার সম্পূর্ণ ব্যয় সরকার বহন করবে।
অসাধারণ। আমার জানা ছিলো না।
আরেকটা বিষয়, তোমাদের পরিচিত কোন নারী বা শিশু নির্যাতিত হলে সরাসরি এই সংক্রান্ত হেল্পলাইন ১০৯ এ কল করতে পারবে।
ধন্যবাদ ম্যাডাম। আজ আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম। আজ থেকে আমি ক্লাস করবো, ম্যাডাম।

ধন্যবাদ ম্যাডাম।

প্রতিরোধ
সিরিজ ২

প্রতিরোধ

ডিজিটাল হয়রানিতে করণীয়

রিনা একজন নারী যে একটি বেসরকারি অফিসে রিসিপশনিস্ট পদে চাকুরী করে তার পরিবার নিয়ে জীবন যাপন করেন। হঠাৎ সে জানতে পারে একটি অপরিচিত আইডি থেকে তার নগ্ন ছবি শেয়ার করা হচ্ছে। রিনা তখন বুঝতে পারছিলো না সে কি করবে। বিষয়টা এমন যে সে পরিবারের কারো সাথে এ নিয়ে আলোচনাও করতে পারছিলো না। হঠাৎ তার প্রতিবেশী আম্বিয়া খাতুনের কথা তার মনে পড়ে এবং তার সাথে দেখা করে।

আপা, কয়দিন আগে আমাদের পাশের বিল্ডিং এর শিলার বাসায় যাই। শিলা আমার আগে থেকেই পরিচিত। শিলা আমার অনেকগুলো ছবি তুলেছিলো। এরপর শিলা আমাকে শরবত খেতে দেয়, এরপর আমি ঘুমিয়ে যাই। সকালে উঠার পর শিলা আমাকে নাস্তা করিয়ে বাসায় পৌঁছে দেয়। কিন্তু গত পরশু থেকে জানতে পারি আমার কিছু নগ্ন ছবি একটি অপরিচিত ফেসবুক আইডি থেকে তা শেয়ার করা হচ্ছে। আপা, আমি এখন কি করবো?
আপা, এই বিষয়ে আপনার আইনী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
আপা, আমার তো আইন-আদালত, থানা-পুলিশ নিয়ে কোন ধারণাই নাই। আমি নিরুপায়, কয়দিন পর কোথাও মুখ দেখাতে পারবো না।
আচ্ছা, আমি আপনাকে নিয়ে যাবো। ছবিগুলো কি আপনার সংগ্রহে আছে?
জ্বি আছে। আমার এক মামাতো বোন আছে, নাজিয়া। নাজিয়া কয়দিন আগে উকিল হয়েছে। ওকেও নিয়ে যাবো,আপা?
তাহলে খুবই ভালো হয়।

কাফরুল থানার সামনে এডভোকেট নাজিয়া, কনস্টেবল রিনা খাতুন ও আম্বিয়ার দেখা হয়। এরপর তারা একত্রে থানায় প্রবেশ করে এবং ডিউটি অফিসারের সাথে সাক্ষাত করেন ও সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলেন।

আমি জনগণের সেবক, আমাকে অনুগ্রহ করে স্যার বলবেন না। আমাকে ভাই বা আমার পদ 'ডিউটি অফিসার' বলে সম্বোধন করতে পারেন।
ভাই, আপনার মতন পরোপকারী পুলিশ অফিসার আমি খুব কম দেখেছি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
স্যার, এই ধরণের অপরাধ হলে কি ৯৯৯ এ কল করা যাবে?
হ্যা, অবশ্যই যাবে। প্রতিদিন ২৪ ঘন্টাই এই হেল্পলাইন চালু থাকে এবং দ্রুত সার্ভিস নিশ্চিত করা হয়।
ভাই, আমি চাচ্ছি, এই বিষয়ে পত্রিকা বা আমার এলাকায় কেউ না জানুক।
আপনি ভালো একটি বিষয় বললেন। এই বিষয়ে আপনার সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রাষ্ট্রপক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হবে।
আচ্ছা, তাহলে আমরা সবাই আসি। আপনি ভালো থাকবেন। মামলাটির বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাকে জানাবেন।

পর্নগ্রাফি নিয়ন্ত্রন আইন, ২০১২
(২০১২ সনের ৯ নং আইন)

ধারা ৮: ৮। (১) কোন ব্যক্তি পর্নোগ্রাফি উৎপাদন করিলে বা উৎপাদন করিবার জন্য অংশগ্রহণকারী সংগ্রহ করিয়া চুক্তিপত্র করিলে অথবা কোন নারী, পুরুষ বা শিশুকে অংশগ্রহণ করিতে বাধ্য করিলে অথবা কোন নারী, পুরুষ বা শিশুকে কোন প্রলোভনে অংশগ্রহণ করাইয়া তাহার জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে স্থির চিত্র, ভিডিও চিত্র বা চলচ্চিত্র ধারণ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে অন্য কোন ব্যক্তির সামাজিক বা ব্যক্তি মর্যাদা হানি করিলে বা ভয়ভীতির মাধ্যমে অর্থ আদায় বা অন্য কোন সুবিধা আদায় বা কোন ব্যক্তির জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ধারণকৃত কোন পর্নোগ্রাফির মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে মানসিক নির্যাতন করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি ইন্টারনেট বা ওয়েবসাইট বা মোবাইল ফোন বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি সরবরাহ করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) কোন ব্যক্তি পর্নোগ্রাফি প্রদর্শনের মাধ্যমে গণউপদ্রব সৃষ্টি করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি—

(ক) পর্নোগ্রাফি বিক্রয়, ভাড়া, বিতরণ, সরবরাহ, প্রকাশ্যে প্রদর্শন বা যে কোন প্রকারে প্রচার করিলে অথবা উক্ত সকল বা যে কোন উদ্দেশ্যে প্রস্তুত, উৎপাদন, পরিবহন বা সংরক্ষণ করিলে; অথবা

(খ) কোন পর্নোগ্রাফি প্রাপ্তি স্থান সম্পর্কে কোন প্রকারের বিজ্ঞাপন প্রচার করিলে; অথবা

(গ) এই উপ-ধারার অধীন অপরাধ বলিয়া চিহ্নিত কোন কার্য সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে;

—তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৬) কোন ব্যক্তি কোন শিশুকে ব্যবহার করিয়া পর্নোগ্রাফি উৎপাদন, বিতরণ, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অথবা শিশু পর্নোগ্রাফি বিক্রয়, সরবরাহ বা প্রদর্শন অথবা কোন শিশু পর্নোগ্রাফি বিজ্ঞাপন প্রচার করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৭) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বা সহায়তাকারী ব্যক্তি প্রত্যেকেই একই দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।